গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১
জুন ২০২১

বর্ষার কবিতা সংখ্যা

যদিও তানসেনের গানের সুরে এ যুগে আর বর্ষা নামে না, এ বছরে একটু আগে আগেই দেশে বর্ষা দেবীর আগমন ঘটেছে। আর সাথে সাথে এসেছে হু (WHO) এর পাঠানো করোনা ভাইরাসের ল্যাম্বডা (Lambda) রূপের সতর্কীকরণ বার্তা। তাই কবি-মনকে ছন্দিত বর্ষা নন্দিত করলেও বর্তমান বিশ্বের কোভিদ পরিস্থিতির কথা স্মরণে রেখে এই বর্ষাতে আমাদের অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, সমীর দাস, গোবিন্দ মোদক, স্তুতি সরকার, সামিমা খাতুন, অমিত কুমার সাহা এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

আমাদের 'গুঞ্জন' মাসিক ই-পত্রিকাটি দেখতে দেখতে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। সকলের ভালবাসায় ও সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই আমাদের এই ই-পত্রিকাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঙালি পাঠক মহলে প্রভূত সম্মান ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এই দুই বছরের যাত্রাকালে 'গুঞ্জন'-এর পাতাগুলি যেমন, অভিজ্ঞ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বরেণ্য লেখক লেখিকাদের কলমে ধন্য হয়েছে; তেমনি উদীয়মান প্রজন্মের ভাবনাও সমভাবে এই পাতাগুলিকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। 'গুঞ্জন'-এর পাতাগুলিতে এই দুই প্রজন্মের চেতন ও মনন এক সূত্রে গ্রন্থিত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস — সকলের কাছে বিপুলভাবে প্রশংসনীয় হয়েছে। সকল স্রষ্টার সৃষ্টিকে সাধুবাদ জানিয়ে গুজনের পাতাগুলিকে একইভাবে আরও অধিকতর সমৃদ্ধশালী করে তোলা হবে প্রতি মাসে। গুঞ্জনের তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সবাই সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন ।

(বি.দ্র. – বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ লকডাউন, অর্থনৈতিক অবনতি, ক্ষীণ নেটওয়ার্ক প্রভৃতি কারণে আমাদের 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকাটি বিগত কয়েক মাস ধরে যথা সময় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আপনাদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় আপনাদের প্রিয় 'গুঞ্জন' এগিয়ে চলবেই। ■

বিনীতা —রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

আমাদের কথা – পায়ে পায়ে — পৃষ্ঠা ০২
রাজশ্রী দত্ত

হস্তাঙ্কন – রথ যাত্রা — পৃষ্ঠা ০৫
রিত্বিকা চ্যাটার্জি

পরিক্রমা – শিব দুহিতা নর্মদা — পৃষ্ঠা ০৬
ডাঃ অমিত চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস – শিকড়... — পৃষ্ঠা ১৪
দীপঙ্কর সরকার

গল্প – ভালোবাসা — পৃষ্ঠা ১৮
স্তুতি সরকার

আলোকচিত্র - বাংলায় বর্ষা, সুন্দরের সমারোহ — পৃষ্ঠা ২৬, ৩৩
শুভাশীষ মুখার্জী

কবিতা – মাটির ভালোবাসা — পৃষ্ঠা ২৮
সামিমা খাতুন

কবিতা – টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর — পৃষ্ঠা ৩০
দোলা ভট্টাচার্য

কবিতা – বর্ষা বরণ — পৃষ্ঠা ৩২
সমীর দাস

কবিতা – বর্ষার বিড়ম্বনা — পৃষ্ঠা ৩৪
প্রণব কুমার বসু

কবিতা – চোরাস্রোত — পৃষ্ঠা ৩৬
অমিত কুমার সাহা

কবিতা – বর্ষা মানে — পৃষ্ঠা ৩৮
গোবিন্দ মোদক

 Page Background Photo by Markus Spiske from Pexels

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ রথযাত্রা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (৪)

পথে একটি পরিক্রমা দলের সাথে আলাপ হলো। দুটি দশ-বারো বছরের ছেলে তাদের মা সমেত পরিক্রমা করছে। সকাল সাতটাতেই বিদায় পিপারপানি বলে বেড়িয়ে পড়লাম। মাঠে চাষ হচ্ছে। একটা ঝুপড়ি থেকে আমাদের চা খাওয়ার অনুরোধ করলো একটি ছেলে। আজ ২৬ শে অক্টোবর ২০১৬। একটু গল্প করে আবার চলা শুরু। গ্রামের মধ্যেই এসে পড়েছি। এখন গ্রামের পথ ধরেই হাঁটছি। তাই চলার গতি একটু বেড়েছে এবং কষ্টটাও তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছি।

সাড়ে বারোটায় এলাম নিমাবর গ্রামে। এখানে একটি হনুমান মন্দির থেকে আমাদের সদাবর্ত দিল। দিব্যানন্দজী লেগে গেলেন ভোজন প্রসাদ তৈরী করতে। দুপুর তিনটের সময় সূর্যদেবকে মাথায় নিয়ে চাষের জমির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এখন জমির আলই আমাদের রাস্তা। মাঠের মধ্যে চাষীদের আস্তানা থেকে আমাদের জন্য চা খাওয়ার অনুরোধ এলেও, সবিনয় প্রত্যাখ্যান করছি। কারণ ঐ একই, যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। চরৈবতি... চরৈবতি... সূর্য প্রায়

নমামি দেবী নর্মদে

পশ্চিম দিগন্তে নেমে এসেছে। মাঠের মাঝে এক মন্দিরের সামনে প্রচুর লোক সমাগম দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম, গ্রামটির নাম বড়িয়া।

এত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পড়ে শুনলাম এক পরিক্রমাকারী মৌনী সাধু এখানে চতুর্মাস ব্রত করছেন। গ্রামবাসীদের সহায়তায় আজ সাধু ভাণ্ডারা হচ্ছে। আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের লোক প্রসাদ পাচ্ছে। এই বড়িয়া গ্রামেরই এক উকিলবাবু এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করছেন। উকিলবাবু ও মৌনী সাধু আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাত্রে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। সাধুটি শিষ্যসহ পরিক্রমা করছেন।

আজকের রাত্রিরের মতো আমরা এখানেই আসন পাতলাম। একটি তাঁবুতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যের মধ্যেই ভোজন পর্ব শেষ হতেই আমাদের বিশ্রামের জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হলো। রাত্রে এখানে রামলীলা হবে। গ্রামবাসীদের কাছে প্রসাদের সাথে এটিও কম আকর্ষনীয় নয়। আমাদের যে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার কাছেই ছিল মঞ্চ। মৌনী সাধু খুব অমায়িক। বার বার আমাদের খবর নিচ্ছিলেন। কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইশারায় জানতে চাইছিলেন। 'না' বলাতে উনি খুশি হয়ে ওনার আসনে চলে গেলেন। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ছে, তাই রাত নয়টাতেই রামলীলার পালা শুরু হয়ে গেলো। অশোক দাসজী আর দিব্যানন্দজী আসরে ছিলেন। আমি আর

কাকাজী শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম। এখানে পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করছে। সীতার পোশাক পড়া হয়নি, তাই রাবণের সীতা হরণ করতে দেরী হচ্ছে। আবার রাবণ অনেক কষ্ট করে মেক-আপ করেছে। তাই আরো একটু পরে বধ হতে চাইছে। রামকে স্টেজের বাইরে এসে সে অনুরোধই করলো। যুদ্ধটা যেন একটু বেশি সময় ধরে চালিয়ে যায়। শূর্পণখার নাকে চোট লেগেছে, সে স্টেজে উঠতে চাইছে না। তাই হনুমানকে একটু বেশি সময় নাচতে হলো। শীতের রাত বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ১১টার মধ্যেই পালা শেষ করতে বলা হল। কুশিলবরা একটু মনক্ষুন্ন হলেন, কিন্তু করার কিছুই নেই। ওঁদের বক্তব্য, ওঁদের নাকি আরো কিছু দেখানোর ছিল। তবে আমরা খুশি। পঁচিশ কিলোমিটার বালির উপর দিয়ে হেঁটে এসে ঘুমানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম। ধন্যবাদ।

খুব সকালেই উঠে পড়েছি। মাঠে তাঁবুর মধ্যে থাকার জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। মৌনী মহারাজ ছুটে এলেন। চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। পরিক্রমাকারী বলে উনি কিছু দক্ষিণাও দিলেন। আর দিলেন বেশ কিছু মিষ্টি। রাস্তায় খাওয়ার জন্য। এক সাধুর সাথে অন্য সাধুর কতই না তফাৎ! আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে। নর্মদা পরিক্রমা করতে এসে আরো কতই অভিজ্ঞতা যে হবে তাই ভাবছি...

আজ ২৭ শে অক্টোবর ২০১৬। সকাল সাড়ে ছয়টায়

বেড়িয়ে পড়েছি। মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, আমরা চারজন হেঁটে চলেছি। না ঠিক চারজন নই, আমরা লক্ষ করিনি একটা বাচ্চা কুকুর প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। পাণ্ডবরা যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাচ্ছিলেন, ধর্মরাজ কুকুরের ছদ্মবেশে ওদের সঙ্গী হয়ে ছিলেন। এটা কি সেই রকমই কিছু? জানি না, ভবিষ্যত এর উত্তর দেবে।

নেমে এলাম নদীর চড়ে। অন্য কোন রাস্তাও নেই। সেইভাবে গ্রাম বা ঘাট দেখতে পাচ্ছি না। বালির চরেই বিশ্রাম, নদীর জলই খাওয়া। মৌনী মহারাজ মিষ্টি দিয়ে ছিলেন ওটাই আমরা চারজন, না আবার ভুল করলাম – পাঁচজন ভাগ করে খেলাম। এইভাবে আমাদের আজকের সঙ্গী বাচ্চা কুকুরটিসহ নদীর চড় ভেঙে দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ এলাম শাণ্ডিল্য ঘাটে। এখানে অঞ্জনা নদীর সাথে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে। তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু পাড়ে উঠে এলাম। সামনেই পেলাম সাঁইয়া বাবার আশ্রম। এটাই শাণ্ডিল্য মুনির তপস্থলী। রোগা, পাতলা, থুতনিতে সামান্য একটু লম্বা পাকা দাঁড়ি, মাথায় অল্প চুল সাঁইয়া বাবা সামনে এসে বিশ্রাম নিতে বললেন। সদাবর্ত দিলেন কিন্তু কুকুরটিকে আশ্রমের বারান্দায় উঠতে দিতে চাইলেন না। আমি মহারাজকে সবিনয় অনুরোধ করলাম আমাদের সাথে কুকুরটিকেও আশ্রয় দেওয়ার জন্য। দিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে। সকাল থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার যে সঙ্গীটি আমাদের সাথে বিরামহীনভাবে এলো, তাকে ত্যাগ

করি কি করে? এতো ধর্মসঙ্কট। মহারাজের মুখ দেখে বুঝলাম উনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন আমার অনুরোধ শুনে। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আজ রাতে ওনার আশ্রমে থেকে যাওয়ার কথা বললেন এবং বাঙালিরা আলুরদম খেতে ভালোবাসে বলে উনি আলুরদম খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাঙালি বলেই কিনা জানি না, সাধুটি নেতাজী সুভাষের অনেক অশ্রুত কথা শোনালেন। মহারাজ বর্মার লোক, জন্ম রেঙ্গুনে।

শাণ্ডিল্য মুনির কথা কিছু জানতে চাইলাম। উনি শোনালেন, একবার মুনি বশিষ্ট একটি যজ্ঞের আয়োজন করে ছিলেন। তাতে আমন্ত্রিত ছিলেন কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, জমদগ্নির মতো মুনিরা। যেকোন কারণেই হোক মুনি কাশ্যপের আসতে দেরি হচ্ছিল। এদিকে যজ্ঞের সময় এসে গেছে, তাই মুনিরা কাশ্যপের আসনে একটি কুশকে সাক্ষী রেখে যজ্ঞ শুরু করলেন। কিছু পড়ে কাশ্যপ মুনি এসে এই অবস্থা দেখে নর্মদার জল ঐ কুশে ছিটিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে ঐ কুশ ব্যাঘ্রচর্ম পড়া এক মুনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। উনি মুনি শাণ্ডিল্য। সাঁইয়া বাবা জানালেন, শাণ্ডিল্য গোত্রের লোকেরা এখানে পিতৃতর্পন করলে তাঁদের বিদেহী আত্মার মুক্তি নিশ্চিত। শাণ্ডিল্য মুনির তপপ্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। যদিও আমি বাৎস্য গোত্র, তবুও এই পবিত্র তপভূমিতে কিছুক্ষণ জপ করে পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করলাম।

নমামি দেবী নর্মদে

শাণ্ডিল্য মুনির এই তপোভূমিতে জপ করতে করতেই মহারাজজি জানালেন দুপুরের ভোজন প্রসাদ তৈরী। সাঁইয়া বাবার ইচ্ছা মতো আজ এখানেই রাত্রে থেকে যাবো ঠিক করলাম। শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবছি। সুদূর বাংলা থেকে গুরুর আশীর্বাদ আর মা নর্মদার কৃপা পাথেয় করে চলে এসেছি, তাঁদের স্মরণ-মনন করতে পারছি।

হঠাৎ একটি কুকুরের আর্ত চিৎকারে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তারই মধ্যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি, আমারই লাঠিটা দিয়ে সাঁইয়া বাবা আমাদের আজকের সারাদিনের সাথি কুকুরটিকে মারছেন। আমি কাছে যাওয়ার আগেই পাহাড়ের কোন ঢালে চিৎকার করতে করতে কুকুরটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সাধুটি কি করলেন বুঝে উঠতে পারলাম না, কিন্তু আমার মন বিষাদে ভরে গেল। পিছন ফিরে দেখি কাকাজী এবং অশোক দাসজী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ষড়রিপুর দ্বিতীয় রিপুটি প্রবলভাবে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হলো। ঠিক কি ভুল জানি না, আর এক মূহুর্ত এখানে নয়। আমার সিদ্ধান্ত সঙ্গীদের জানিয়ে দিলাম। ওঁরাও আমার সঙ্গেই আশ্রম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন। বিনা কারণে কুকুরটির এই হেনস্থা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম।

দুপুর দুটো বাজে। স্বভাবতই সূর্যের তেজ প্রচণ্ড, আমরা ভূপাল জাতীয় সড়ক দিয়ে হেঁটে চলেছি। প্রায় ছয়

নমামি দেবী নর্মদে

কিলোমিটার চলার পর একটি আধা গ্রামে এলাম। শুনলাম গ্রামটির নাম শিবানী। যদিও সন্ধ্যে হয়নি তবুও এখানেই আজকের থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ পরের আশ্রয় স্থল আরও দশ কিলোমিটার দূরে এবং শুনলাম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নাকি যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। তাই ত্যাগী মহারাজের আশ্রমে আমরা আজকের রাত্রের মতো অতিথি। বেলা পড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডার ভাবটা খুব বেড়ে গেল। সকালে খুব কুয়াশা এবং ঠাণ্ডার ভাগটাও খুব বেশি। কাল আমরা আসার আগে আরও চোদ্দো জন পরিক্রমাকারী এই আশ্রমের অতিথি হয়ে ছিলেন। তাঁরা দেখলাম কুয়াশার মধ্যে আগুন জ্বেলে হাত গরম করছেন। আমরা ঘরের মধ্যে বসে কুয়াশা কাটার অপেক্ষায় রইলাম।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■
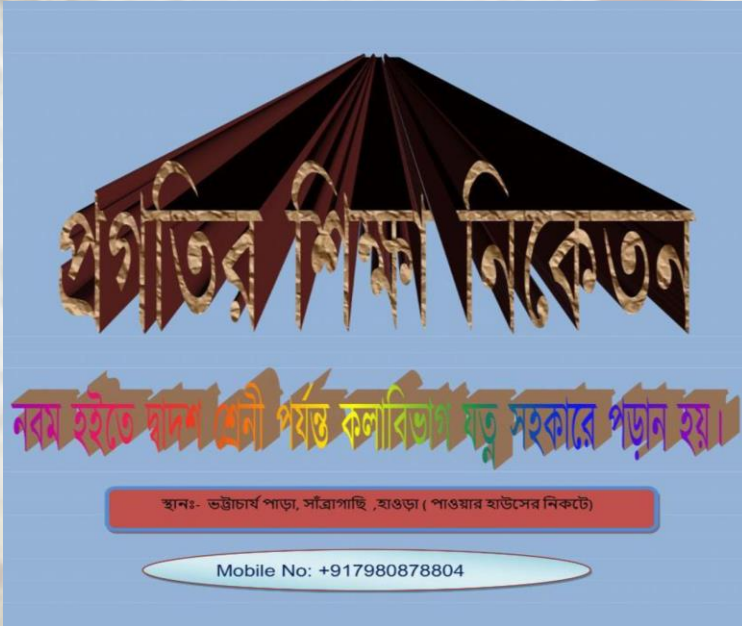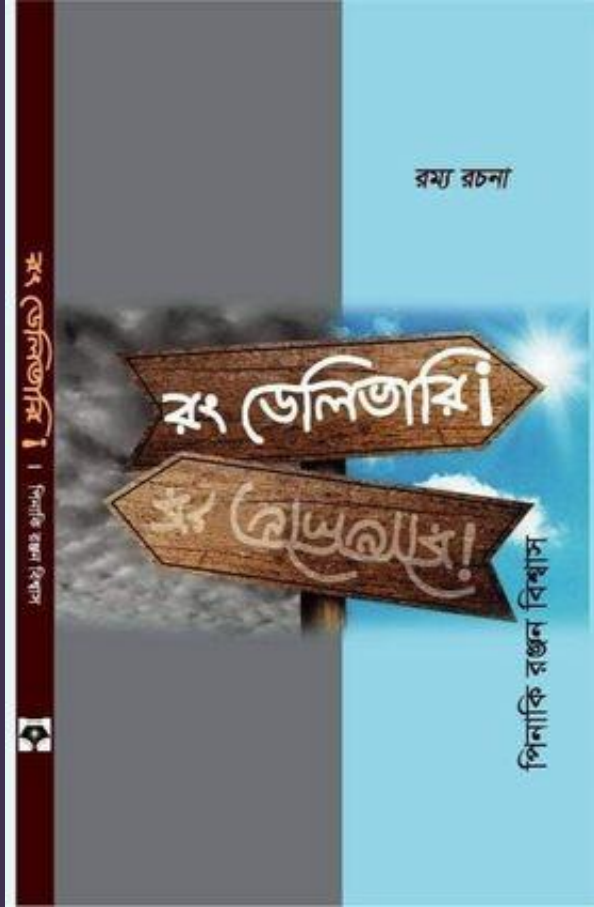
উৎস

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)*

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(৭ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

*[কিছু অনিবার্য কারণবশত এই ধারাবাহিক উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যার পরে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।]

***আগের পর্বের শেষ পরিচ্ছেদঃ** *বাংলার এই রূপ; এই সৌন্দর্য, পালাপার্বণের বৈচিত্র্য; ভাইয়ের-মায়ের স্নেহ; যাপিত জীবনে কোমল হৃদয়ের সাতরঙ; মা, মাটি, মানুষ, প্রকৃতি এখানে এক হয়ে মেশে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।*

নবান্নের গল্প শুনতে শুনতে আমরা দুজনেই যেন এক গভীর কোন ঘোরে চলে গিয়েছিলাম। রাতের খাওয়া শেষে সে রাতে আর কথা না বাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বাড়ি যাওয়ার জন্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হলো। তড়িঘড়ি করে দুজনেই তৈরি হলাম। এবার বাড়ি ফেরার পালা। এতো বছর বাইরে থেকেও একটি জিনিস রপ্ত করতে পারিনি তা হলো বাড়ি ফেরার আনন্দ অভ্যাসে পরিণত করা। প্রতিবার বাড়ি ফেরার সময় ঠিক প্রথমবারের

মতো অনুভূতি হয়।

রাজশাহী থেকে দুইভাবে আমাদের বাড়িতে যাওয়া যায়। বাসযোগে আর ট্রেনযোগে। দুঃখিত, একটু ভুল বললাম। আকাশযোগেও যাওয়া যেতে পারে। বাসযোগে যাওয়া সবচেয়ে সহজ। যেকোনো সময় রংপুরের একটা বাসে উঠে পড়লেই হলো। তারপর বড়দরগাহ্ কিংবা শঠিবাড়িতে নেমে আমাদের বাজারের বাস ধরলে সরাসরি বাজারে। এরপর, একটা ভ্যান নিয়ে সোজা বাড়িতে। খুব সিম্পল ইকুয়েশন। কিন্তু ট্রেনযোগে যাওয়া একটু কষ্টকর তবে বাসের তুলনায় উপভোগ্য। কিছু উপভোগ করতে চাইলে তো কিছু আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতেই হয়।

প্রথম কষ্টটা হলো খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। সকাল ৬:২০ তে ট্রেন। ভোরে যেন ঘুম দু'চোখের পাতায় জাঁকিয়ে বসে। ভোরঘুম বিসর্জন দেবার মতো বিড়ম্বনা এ জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তারপর একটা অটো নিয়ে হোস্টেল থেকে সোজা স্টেশন। খুব ভোর বলে আসল ভাড়ার সাথে আরো বাড়তি পাঁচ টাকা গুণতে হয়। ততক্ষণে আপনার ভোরঘুম ভেঙে যাবে। ট্রেন ছাড়ার পর দেখতে পাবেন সকালের অপরূপ সৌন্দর্য। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে পল্লীর আসল সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়ে। গ্রামে যাপিত জীবনের সকল নিদর্শন কোথাও যেন পিছুটান দিয়ে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

উৎস

ট্রেনে একবার ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হবেন-ই হবেন। অবশ্য বয়স্ক হলে সে রিস্ক নেই তবে আমার মতো ইয়াং হলে সেই রিস্ক উপেক্ষা করার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার ফুরফুরে মনটা নিমেষেই বিষণ্ণ আকার ধারণ করবে হঠাৎ কমন জেন্ডারদের আগমনে। তাই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য হাতের মুঠোয় পাঁচ টাকা রাখবেন। টাকা দিতে না চাইলে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। ওরা আসছে দেখে নিজের সিট থেকে একটু হাঁটা চলা করবেন তাতেও হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারেন।

ওদেরকে বিদায় করার পর আপনি যখন পাঁচ টাকার শোকে মূর্ছা যাচ্ছেন তখন এক পলক জানালার দিকে তাকিয়ে মনকে হালকা করতে পারেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন ট্রেনে বাড়তি লোকের আনাগোনা। আপনার সিটের তলায় একদল মানুষ অবৈধ মালামাল রাখছেন (এমনকি টয়লেট পর্যন্ত বাদ যায় না)। তখন বুঝবেন আপনি হিলিতে পৌঁছে গেছেন। মালগুলো ভারত থেকে এসেছে। হিলি পার হতে না হতেই দেখতে পাবেন কিছুটা দূরত্ব পর পর বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বি জি বি-র (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সেনা। তাকালেই দেখতে পাবেন তারকাঁটার বেড়া। আমাদের সব সর্বনাশের মূল। দু'দিকের দুটি জনপদ; মন ও মননে এতোটুকু অমিল নেই কিন্তু সেই কাঁটাতার আমাদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস কাঁটাতার দিয়ে মনের বিভাজন টানা যায় না।

কাঁটাতার দেখে দাদুর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে। "জানো দাদুভাই, মনে পড়ছে সেই ভয়াল দিনের কথা যেদিন আমরা এই কাঁটাতার টপকে উদ্বাস্তু হয়েছিলাম; আমরা পরিচয়হীন হয়েছিলাম সেদিনের কথা বড্ড মনে পড়ছে। রাতের আঁধারে বাবা-মার হাত ধরে এই হিলি দিয়েই আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেছিলাম। একা না; একসঙ্গে অগণিত মানুষ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যার যা সম্বল সেইটুকু নিয়ে আমরা ছুটছিলাম এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।"

দাদু জানালার দিকে উদাস হয়ে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সেই গানটি ধরলেন:

"দুজনায় বাঙালি ছিলাম, দেখো দেখি কাণ্ডখান
তুমি এখন বাংলাদেশি, আমারে কও ইন্ডিয়ান।"

কেমন যেন তন্ময় হয়ে গানটা শুনছিলাম। বুকের হাহাকার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। ট্রেন এগিয়ে চলছে। আমরাও ব্যাগব্যাগেজ নিয়ে রেডি হচ্ছি। নামতে হবে পরের স্টেশনে। ...ক্রমশ ■

ভালোবাসা

স্তুতি সরকার

দেবযানী বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে হাসছে তখন। চোখের কোণে কিন্তু জলের ঝিলিক। তখনও সে হাতটা পরশের গায়ে অল্প ছুঁইয়ে রেখেছে। পরশের শরীরের ওম নিচ্ছে তাড়িয়ে তাড়িয়ে।

গতরাত্রের স্মৃতি ক্রমে ম্লান হয়ে ফিকে হয়ে যাবে কখনও। কিন্তু এখনও গত রাত্রের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় সযত্নে ধরে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেবযানী। ভোরের রং ধরতে শুরু করেছে পূর্ব আকাশে। ওর হুঁস ফিরল যখন পরশ লিকার চা তৈরী করে নিয়ে এসে টি পটেতে রাখল। গম্ভীর গলায় পরশ বলল, “গতরাত্রের জন্য ক্ষমা চাইছি।” দেবযানী পরশের হাতদুটো ধরে বলল, “গতকালের রাতটুকু সন্ধ্যাদির কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নিলাম পরশদা। তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।”

গরীব ঘরের ছেলে পরশ এক সময়ে ছিলো দেবযানীর গৃহশিক্ষক। ওদের বাড়িতে আশ্রিত ছোটো থেকে। খাওয়া থাকার বিনিময়ে সংসারে এটা সেটা ফাই ফরমাশ খেটে দেওয়া, বাজার দোকান করে দেওয়া, আর বি.কম পড়বার সময়ে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করবার সুবাদে

অভীপ্সা

দেবযানীর গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে – যত দিন না ধানবাদের কলিয়ারীতে কাজ পেয়ে চলে যায় তত দিন সে দায়িত্বের সঙ্গে ওকে পড়িয়ে গেছে। এই ছিল দেবযানীর সঙ্গে পরশের সম্পর্ক।

পরশ অনেক দিন হল বিবাহিত। দুই ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। আসানসোলে পরশের শ্বশুর বাড়ি। বৌ ছেলে মেয়েকে শ্বশুরালয়ে রেখে সবে মাত্র দিন দশেক হলো ধানবাদে ফিরে এসেছে সে কাজে যোগ দিতে। পরশের বউ পোয়াতী। চতুর্থ বারের বাচ্চা হতে গেছে বাপের বাড়ী। এবারে শরীরটা যেন বড়ো বেশী খারাপ। পরপর পিঠোপিঠি তিনটি বাচ্চা। ওরা চায়নি এই বাচ্চাটা পৃথিবীর আলো দেখুক। কিন্তু পরশের বৌ সন্ধ্যার শরীরটা এতোটাই খারাপ হয়ে গেলো যে ডাক্তার ঝুঁকি নিতে চাইলো না। কোন অসাবধানতায় সন্ধ্যা গর্ভবতী হয়ে পড়লো, বাচ্চাটা যেন তেড়েফুঁড়ে পৃথিবীর আলো দেখবে বলে ধনুর্ভাঙা পণ করেছে। নিয়তির কি খেলা!

সন্ধ্যা যখন শেষ চেষ্টা করবে বলে আসানসোলের হাসপাতালে গেছে, তখন দেবযানীর ঠাকুরমা ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই দেখা দেবযানীর সাথে পরশ এবং সন্ধ্যাদির। সব শুনে দেবযানী বলল, “যে আসছে, তাকে আমাকে দিয়ে দাও তোমরা। ও আমার সন্তান হয়েই মানুষ হবে।” দেবযানীর অনুরোধে

অভীপ্সা

এতোটাই আন্তরিকতা ছিল যে ওরা দুজনেই তার কথাটা ফেলতে পারলো না। কথা হলো বাচ্চাটা জন্মাবার পরে দেবযানী দত্তক নেবে ওকে। ও অবিবাহিত থাকার ব্রত নিয়েছে। কাজেই দত্তক নিয়ে বাচ্চা মানুষ করায় কোনো অসুবিধা নেই। ওর নিজস্ব অডিট ফার্ম। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ওদের অডিট করতে হয়। সেই সূত্রেই ধানবাদে আসা দেবযানীর এবারে। পরের দিন সকালে চলে যাবে কাত্রাসগড়।

গত রাত্রিটা কিভাবে যে কাটলো দেবযানীর সেটা এখনও বোধগম্য হচ্ছিলো না। সারাদিনের কাজের পর দেবযানীর সরকারী গাড়ী হঠাৎ বিগড়ে গেলো সার্কিট হাউসে ফেরার সময় জিটি রোডের ওপরে। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। গাড়ীতে বসে দেবযানী ভাবছে কি হবে এখন? তবে জগন যখন আছে, নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। ও খুব বিশ্বস্ত ড্রাইভার। হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক, নানা রকমের গাড়ী সব হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যাচ্ছে অজানার পথে। হঠাৎ জগন হেডলাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে এমন একটা গাড়ীকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করায়। গাড়ীর আরোহী একজনই যিনি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। ওনাকে অনুরোধ জানালো জগন যে খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়ীতে একজন ম্যাডাম বসে আছেন। ওনাকে সার্কিট হাউস পর্যন্ত লিফ্ট দিতে হবে। গাড়ীর আরোহী আর কেউ নয়, স্বয়ং পরশ। এইভাবেই দেখা হয়ে গেল

দেবযানীর সঙ্গে পরশের সেই রাত্রে হঠাৎই। দেবযানীর সঙ্গের সুটকেসটা পরশের গাড়ীতে তুলে দিল জগন।

সার্কিট হাউসের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পরশের বাড়ী হওয়ায় আর পরদিন ভোরেই কাত্রাসগড় যাবার আছে জেনে পরশ বলল ওর বাড়ীতেই রাতটুকু কাটিয়ে দিতে। যদিও সন্ধ্যা বাপের বাড়ীতে আছে, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হবেনা। বড়ো বাংলো, অনেকগুলো অব্যবহৃত ঘর পড়ে আছে আর সার্ভেন্টস্ কোয়ারটারসে কাজের লোক ওর ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। ওই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। জগনকে নিজের বাড়ীর এড্রেস দিয়ে, ওখান থেকেই পরশ জগনকে বলে দিল পরদিন সকালে দেবযানীকে তুলে নিতে।

বহুদিন পর এই ভাবে পরপর দুবার দেখা হয়ে গেল ওদের। একবার আসানসোলে কদিন আগেই আর একবার এখন। মনের মধ্যের এলোমেলো ভাবনা চিন্তা যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই পড়ন্ত যৌবনে এসেও পরশের প্রতি ছোটোবেলার থেকে সেই অমোঘ টানটা থেকেই গেছে দেবযানীর। প্রথমে ভালোলাগা তারপর সেটা কবে যে একতরফা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে দেবযানীর মনে, ফলস্বরূপ কারোকেই তার মনে ধরলনা কোনোদিনই বিয়ে করার জন্য। প্রকৃত বিয়ের সময় পার হয়ে গেল নানা কাজের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে মনে চিনচিনে কষ্টটা জেগে

ওঠে। অব্যক্ত কষ্টে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় মনটা। পরশের মন কোনোদিনই পড়তে পারেনি।

দেবযানী ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলো ডিভানে। পরশ গেছে টুকিটাকি কাজগুলো গোছাতে। দেবযানী পরশের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধমক খেয়ে ফিরে এসেছিলো বসার ঘরে। ইতিমধ্যে ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছে সে। কিছু সময় পরে পরশ এসে বলল, "ডিনার রেডি"। রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যে ডিনার শেষ করে জমিয়ে কফি খেতে খেতে নানা গল্পে মশগুল হয়ে গেল ওরা দুজনে। কাজের লোক সব কাজ সেরে অনুমতি নিয়ে বাসায় চলে গেল। এখন শুধু ওরা দুজনে। রাত বেড়ে চলে তার নিজস্ব ছন্দে। পরশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, "দেবযানী তুমি বিয়ে করলেনা কেন? এখনও তো সময় আছে। কোনো ভালো ছেলে দেখে বিয়ে করে ফেলো।"

পরশের মুখে যেন সামান্য অনুরাগের সুর শুনে দেবযানী আবিষ্ট হয়ে পড়ে। গাঢ় স্বরে সে বলে, "আর ভালো লাগেনা গো এই জীবনটাকে বয়ে নিয়ে চলতে... তাইতো তোমার ধনটাকে নিজের করে পেতে চাইছি। যাকে তুমি বিসর্জন দিতে চেয়েছিলে।" একটু পরে কিছু একটা ভেবে নিয়ে হঠাৎ দেবযানী বলে "একটা অনুরোধ করবো তোমায়- সন্ধ্যাদির ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা সিঁদুরকৌটো থেকে এক চিমটে সিঁদুর এনে আমার মাথাটা রাঙিয়ে দাও। বড়

হায়রাণ হতে হয় গো সমাজে অনূঢ়া মেয়েদের। কথা দিচ্ছি তোমাকে, কাকপক্ষীতেও জানতে পারবেনা কার নামে আমি সিঁদুর পরি। তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না আমার প্রতি। আর কখনই এখানে তোমার কাছে আমি আসবো না। কথা দিলাম।”

তারপর কি যে ঘটে গেল দেবযানীর জীবনে, সেদিন সত্যি সত্যিই ওর মাথাটা রাঙিয়ে দিয়ে পরশ বলল, “আই লাভ ইউ।” সমস্ত জীবনটা যেন মুহূর্তের মধ্যে তোলপাড় হয়ে গেলো। পরম পাওয়ার আবেশে আবিষ্ট হয়ে থাকলো দুজনে। দীর্ঘ রাত্রি নিঃশব্দ পদচারণায় অতিবাহিত হতে থাকল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ওরা দুজনে, অবশ্য কিছু সময় পরে সম্বিদ ফিরে পেলো ওরা। ততক্ষণে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত জাগার ক্লান্তি এতোটাই পেয়ে বসলো এখন যে বাকী কয়েক ঘণ্টা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো ওরা দুজনে। ঠিক ভোর পাঁচটায় জগন এসে কলিং বেল বাজালো। দেবযানী রেডি হয়েই ছিলো। কাত্রাসগড়ের অভিমুখে সে রওনা দিলো। রওনা দিলো বাস্তব জীবনের উদ্দেশ্যে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
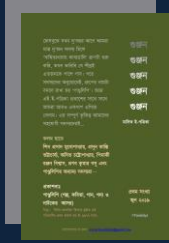
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ বাংলায় বর্ষা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

'গুঞ্জন'-এর প্রকাশিত সংখ্যা – ২০২১

জানুয়ারি ২০২১ – https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch/

ফেব্রুয়ারী ২০২১ – https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp/

মার্চ ২০২১ – https://fliphtml5.com/osgiu/kabb

এপ্রিল ২০২১ – https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj/

মে ২০২১ – https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj/

Background Photo by Kelly Ritta from Pexels
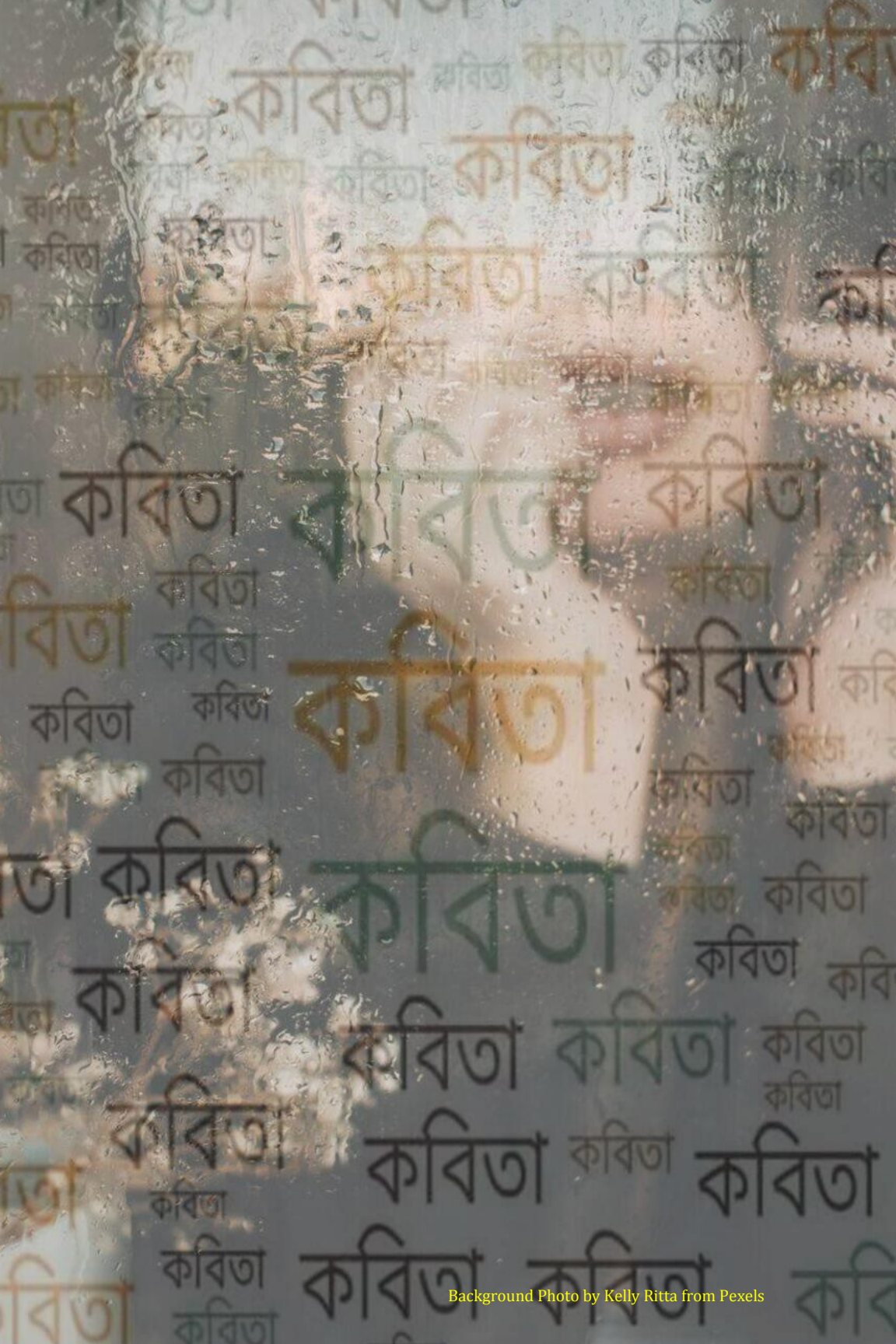
মাটির ভালোবাসা

সামিমা খাতুন

ঋতু বদলায় নিয়ম মেনে,
থাক, না থাক বোঝার উপায়,
বৃষ্টি আসবেই তার টানে,
মাটি রয়ে যায় অপেক্ষায়।

মাটির প্রাণ জ্বলে,
গ্রীষ্ম-দিনের দাহ,
ভোলার চেষ্টা চলে,
বর্ষা-বাদলের বিরহ।

বুক ফাটে, মুখ ফোটে না,
মাটি তো এমনিই বোবা,
তার অন্তর ভরা বেদনা,
খবর রাখে কে ই বা!

অনেকগুলো দিনের পরে,
যখন ঝেঁপে বৃষ্টি আসে,
মাটি ভেজে প্রাণ ভরে,
জল কে ভালোবেসে।

মেঘদূতের বার্তা পেয়ে,
ধরার অসীম শান্তি,
নবীনের পথ চেয়ে,
সে ভোলে সব ক্লান্তি। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুলাই ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই জুন, ২০২১

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর

দোলা ভট্টাচার্য

সারাদিন ধরে আজ ছিলাম অপেক্ষায়,
কখন আসবে বৃষ্টি?
ভোরের কুসুম রঙা সূর্যটা
ধীরে ধীরে চলে গেল মেঘের আড়ালে।
এলোমেলো উতলা সমীরণ,
কোন সুদূর থেকে বয়ে আনে বৃষ্টির ঘ্রাণ।
মল্লার রাগে বেজে ওঠে আকাশের বীণা,
মধ্যদিনে নামে বৃষ্টি অবিরল ধারে।
সারাটা দুপুর ধরে শুনি জলতরঙ্গ সুর,
টুপটাপ বৃষ্টির নুপুরের ধ্বনি।
কেটে যায় দিন, সন্ধ্যা ঘনায় ইমন কল্যাণে।
ব্যাকুল বাঁশরী কেঁদে ফেরে যেন যমুনার কুলে,
আজও চলে তার খোঁজ...
প্রিয়তমা! কোথায় তুমি!
প্রিয় মিলনের লাগি, আজও যেন ছুটে চলে রাধা,
অভিসার সজ্জা তার অঙ্গ খানি ঘিরে।
বিজলীর ক্ষণিক প্রভায় খুঁজে নেয় তার পথের দিশা।
উড়ে যায় বসনাঞ্চল তার দুরন্ত বাতাসে,
খুলে পড়ে কবরীর বন্ধন,

শুভাগমন

অবিরল বৃষ্টির ধারে ধুয়ে যায় সকল সজ্জা।
মসীলিপ্ত আকাশের পানে চেয়ে
করুণ মিনতি তার — ওগো বৃষ্টি,
সযত্নে রচিত মোর এ সজ্জাখানি, দিওনা গো ধুয়ে,
ওগো বাতাস, হোয়ো না গো নির্দয় এত,
এটুকু বসন মোর নিও না উড়ায়ে,
রাখো মোর লাজ।
সে ব্যাকুল বাঁশরী আর বাজে না তো যমুনার কুলে,
থেমে গেছে আজ।
মল্লার তানে আর কাঁদে না বাতাস।
বৃষ্টি তবু আসে আজও। রিমঝিম সুরে
বাজে তার নুপুরের বোল।
বরষে শান্তির ধারা প্রাণে,
এ তাপদহনে।
বৃষ্টি তবু আজও আসে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

বর্ষা বরণ

সমীর দাস

উত্তপ্ত জ্বলন্ত ধরা নির্মেঘ আকাশে
ভীষণ দহন ঋতু শেষ হয়ে আসে।
অবশেষে নীলাকাশ মেঘে মেঘে ছায়
অম্বুবাহ বারিবাহ বারি বারতায়।

ক্ষণে ক্ষণে স্বনে স্বনে তারা গরজায়
কালো মেঘে ছবি আঁকে বিজুরি রেখায়।
বজ্রাঘাতে মেঘ ফেটে ধারা বরষায়
অবিরত ধারাপাত ধরণী ভাসায়।

ভীষ্ম গ্রীষ্মকাল শেষে বরষা এসেছে
পিয়াসী তাপসী পৃথ্বী উল্লাসে মেতে...
ভেজে ভূমি রসে জমি আশা ভরসায়
সিক্ত সিঞ্চিত ধরণী বর্ষাগীতি গায়।

আনন্দধারা বহে যে আকাশে বাতাসে
বর্ষণে বরণে মাতি আষাঢ়ের মাসে। ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ সুন্দরের সমারোহ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

'গুঞ্জন'এর ২০২১ এর পরবর্তী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

জুলাই – রহস্য রোমাঞ্চ ও কল্প কাহিনী সংখ্যা

অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

বর্ষার বিড়ম্বনা

প্রণব কুমার বসু

বর্ষায় জল জমে রাস্তাটা থৈ থৈ...
চারিদিকে খুঁজে দেখি ছাতাখানা গেল কই!
এক হাতে ছাতা নিয়ে এক হাতে জুতো
গরুটাও রেগে গিয়ে মারে বুঝি গুঁতো!
সাবধানে হেঁটে যাই পাঁচুদার দোকানে
গুলতানি চলছে যে দেখলাম ওখানে।
ছাতা রেখে যেই ছাড়ি সিগারেট ধোঁয়াটা
টপ করে মাথাতেই পড়ে জলের ফোঁটাটা।
রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলি সিগারেট জলেতে
মাথা ভরা জল নিয়ে ফিরে আসি বাড়িতে। ■
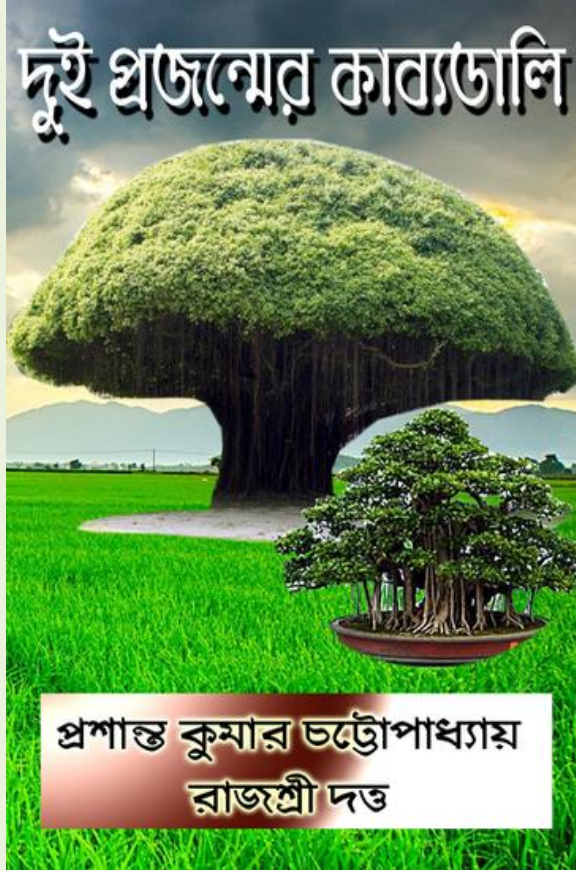
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

চোরাস্রোত

অমিত কুমার সাহা

শেষ বিকেলে বৃষ্টি আসুক
ভাসিয়ে দেওয়া যাবে।
একের পর এক নৌকো,
মনের তাকে জমিয়ে রাখা
সব ধুলো-মাখা কাগজ দিয়ে
অচেনা স্রোতে সঙ্গী হবে।
কোনো এক 'কৃষ্ণকলি।'

মেঘ-ধোঁয়া জল তখনও টলটলে;
শুধু সেই জলে পথ হারাবে,
ফেলে আসা গোটা বত্রিশ ভ্রান্ত বসন্ত।
সময়ের চোরাস্রোতে যেমন হারিয়ে যায়
জীবনের এক একটি জলজ্যান্ত অধ্যায়;
বরাবর, এক অদৃশ্য নিয়মে।। ■

বর্ষা মানে

গোবিন্দ মোদক

বর্ষা মানে আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা,
বর্ষা মানে বৃষ্টি দারুণ বড়ো বড়ো ফোঁটা!
বর্ষা মানে শোঁ-শোঁ হাওয়া অঝোর ধারায় বৃষ্টি,
বর্ষা মানে পৃথিবীতে নতুন নতুন সৃষ্টি!
বর্ষা মানে শুষ্ক মাটি পাবে নবীন জল,
বর্ষা মানে উদ্ভিদেরা পাবে নতুন বল!
বর্ষা মানে ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ,
বর্ষা মানে টিনের চালে টাপুর টুপুর ছন্দ!
বর্ষা মানে মনের মাঝে গুনগুনানো গান,
বর্ষা মানে অসময়ে উপুড়-ঝুপুর স্নান!
বর্ষা মানে পাড়ায় গলি ভিজে ভীষণ কাদা,
বর্ষা মানে একই ছাতায় বোনটি আর দাদা!
বর্ষা মানে হঠাৎ করেই অফিস বাবু নাকাল,
বর্ষা মানে সারাটা দিন রোদের ভারি আকাল!
বর্ষা মানে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা,
বর্ষা মানে নদীর পুঁটি অতিশয় তাজা!
বর্ষা মানে জমা জলে মশার বংশ বৃদ্ধি,
বর্ষা মানে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর কার্যসিদ্ধি!
বর্ষা মানে কত স্মৃতি কত নস্টালজিয়া,
বর্ষা মানে মন খারাপ উদাস করা হিয়া!

বর্ষা-রাগ

বর্ষা মানে রবীন্দ্রনাথ আর বর্ষার গান,
বর্ষা মানে বুক দুরু দুরু নদে এলো বান!
বর্ষা মানে ঘরে বন্দি কবি আর পড়ুয়ারা,
বর্ষা মানে ব্যাঙের ডাকে ভরে সারা পাড়া!
বর্ষা মানে ঋতুর রাণী, জল থৈ থৈ শ্রাবণ,
বর্ষা মানে মনেতে ভয়! এলো বুঝি প্লাবন!
বর্ষা মানে শীর্ণ নদী মস্ত ফুলে-ফেঁপে,
বর্ষা মানে শিশুরা গায়- "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে!" ■

যে প্রচলিত ভুলে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে।

প্রচলিত তিনটি ভুল

✗ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

✗ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

✗ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।